HUSSAIN

Journal : BICHITRA (WEEKLY BENGALI MAGAZINE; POPULA[R]
DHAKA, (January, 85)

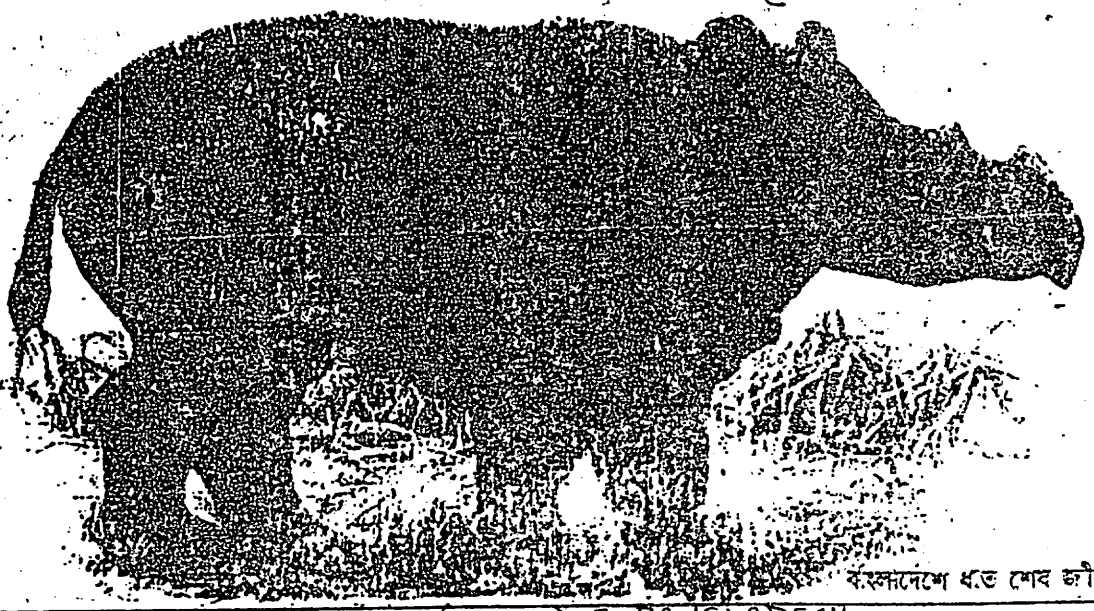

4074

বাংলাদেশে ধৃত শেষ জীবিত গন্ডার

Title : LATEST LIVE RHINO (CAPTIVE) OF BANGLADESH

বাংলাদেশের শেষ (জীবিত) গণ্ডার

Author :

কাজী জাকের হোসেন (KAZI ZAKER HUSSAIN)
PROFESSOR OF ZOOLOGY
DHAKA UNIVERSITY, BANGLADESH

'গন্ডার'! গন্ডারের চামড়া !!! দুটি তো হাতী মারি তো গন্ডার' !!! এসব কথা শুনে অনেকেই হা করে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। গন্ডার আবার কি জিনিস ! অথচ কিছুকাল আগেও অবস্থা এমনটা ছিল না। হাতী বা 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার'-এর মতো গন্ডারও ছিলো বাংলাদেশের একনটি পরিচিত জন্তু, এবং গর্বের ধন।

গন্ডারের বিস্তৃতি (Distribution of Rhinos in Bangladesh)

পৃথিবীতে মোট পাঁচ ধরনের গন্ডার আছে। এদের দুটো আফ্রিকা মহাদেশে, আর বাকি তিনটি এশিয়া মহাদেশে। আফ্রিকার গন্ডারদের উভয়েরই দুটো করে 'শিং' আছে। এশীয় গন্ডারদের দু'টো প্রজাতির ক্ষেত্রে একটি করে শিং এবং তৃতীয় প্রজাতির দু'টো শিং আছে। বলা বাহুল্য, গন্ডারের শিং গরু-ছাগল বা হরিণের শিং-এর মতো অস্থি দিয়ে তৈরি নয়। নাকের ওপরের লোমগুলো বিশেষভাবে জড়ো এবং রূপান্তরিত হয়ে 'গন্ডারের শিং' গঠিত হয়েছে।

পুরনো রেকর্ড থেকে দেখা যায় যে, এশীয় তিনটি গন্ডারের মধ্যে 'এক শিং বিশিষ্ট বৃহৎ এশীয় গন্ডার (Rhinoceros Unicornis)-এর বিস্তৃতি ছিলো নেপাল, সিকিম টেরাই ও হিমালয়ের পাদদেশ থেকে শুরু করে ভারতের অন্যান্য সমতল অঞ্চলে। ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে মোঘল সম্রাট বাবরের রাজত্বকালে এ গন্ডার মাদ্রাজ থেকে শুরু করে পেশাওয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। তাছাড়া, তিস্তা নদীর পশ্চিম তীরেও কিছু কিছু ছিলো। সুতরাং, এ গন্ডারের বিস্তৃতির সীমানার মধ্যে বাংলাদেশের রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলেরও কিছু কিছু এলাকা যে পড়তো তা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। দ্বিতীয় প্রজাতি হচ্ছে 'এক শিং বিশিষ্ট ছোট গন্ডার' (Rhinoceros Sondaicus)-এর বিস্তৃতি ছিলো বাংলাদেশ থেকে শুরু করে আসামের কিছু এলাকা, বার্মা ও মালয়েশিয়া হয়ে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা, জাভা ও বোর্ণিও দ্বীপ পর্যন্ত। আমাদের সুন্দরবন অঞ্চলে এক সময় প্রচুর গন্ডার ছিলো, সেটি যে এ প্রজাতির ছিলো তা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। তৃতীয় গন্ডারটি হচ্ছে 'দু'শিং বিশিষ্ট এশীয় গন্ডার (Didermoceros Sumatrensis) এটি আসাম থেকে শুরু করে শ্যামদেশ, মালয়েশিয়া ও সুমাত্রা হয়ে বোর্ণিও পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। এ গন্ডারটি যে বাংলাদেশে ছিলো, তার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে। সে আলোচনায় পরে আসছি।

৪: বাংলাদেশে কবে পর্যন্ত গন্ডার ছিলো ? (Time of Rhino Exti[nction] in Bangladesh)

গন্ডারের বিস্তৃতি পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট প্রতীয়মা[ন] হয় যে বিশাল ভারত ভূখন্ডের একমাত্র আসামের কিছু এলা[কা] ছাড়া সে দেশের আর কোথাও তিনটি প্রজাতি এক সঙ্গে [বাস] করেনি। অথচ বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে তিনটি প্রজা[তি] ছিলো। এটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি। এখন ভাবতে অ[বাক] লাগে যে, মাত্র দেড়শো—দুশো বছর আগেও যে দেশ তিন প্রজাতির গন্ডারের পদচারণে প্রকম্পিত হতো, এমন কি একশো ব[ছর] আগেও যেখানে কিছু কিছু গন্ডার ছিলো, আজ সেখানে তাদে[র] চিহ্ন মাত্র নেই। গন্ডারের কথা সে দেশে এখন কিংবদন্তীর মা[ত] শোনায়।

অবশ্য গন্ডারের অবস্থা সর্বত্রই বেদনাদায়ক। এক [শিং] বিশিষ্ট বৃহৎ এশীয় গন্ডার ভারত থেকে প্রায় নিঃশেষ [হয়ে] যাচ্ছিলো। ১৯৩০-৩১ সালের দিকে একজন বৃটিশ বা[গান] মালিকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে তদানিন্তন ভারত সরকা[র] আসামের কাজিরাঙ্গা অঞ্চলকে গন্ডারের 'অভয়ারণ্য' ঘোষণা কা[রে।] তারফলে যে কটি গন্ডার তখনো বেঁচে ছিলো সেগুলো বে[ঁচে]

যায়। এখন তাদের সংখ্যা বেড়ে বেশ কয়েক ডজনে পৌঁছেছে। সংরক্ষণ না করলে বহু আগেই বিলীন হয়ে যেতো। বার্মায় এখন কোনো গণ্ডার আছে কিনা সন্দেহ। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিয়েছে বটে, তবে অনেক দেরী হয়ে গেছে বলে অনেকের ধারণা। কারণ ও সব দেশে গণ্ডারের বর্তমান অবস্থা মোটেও সন্তোষজনক নয়।

বাংলাদেশে কবে পর্যন্ত গণ্ডার ছিলো, অর্থাৎ কবে শেষ গণ্ডারটি বিদায় নিয়েছে? ১৯০৮ সালে সুন্দরবনে গণ্ডার ছিলো বলে এক সূত্রে জানা যায়। কিন্তু এটা আন্দাজ বলেই মনে হয়—কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। হাস্যকর হলেও এটা সত্যি যে সাম্প্রতিককালের কিছু কিছু বইতেও সুন্দরবনে এখনো গণ্ডার আছে বলে উল্লেখ করা হয়। এটি সম্ভবতঃ ঢাকা-ময়মনসিংহ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। ২/৩ বছর আগে পুকুর খুঁড়তে গিয়ে কাপাশিয়া এলাকায় বৃহৎ জন্তুর হাড়-গোড় পাওয়া যায়। জনসাধারন এগুলোকে যথারীতি হাতীর অস্থি মনে করে এবং যার যেমন ইচ্ছে তুলে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে ঢাকা জাতীয় যাদুঘরের মহাপরিচালক ডঃ এনামুল হক তাঁর রিসার্চ অফিসার নজরুল হককে ওখানে পাঠান। তিনি যে ক'টি অস্থি পান সে গুলো হাতীর নয় বলে সন্দেহ করেন এবং পরীক্ষার জন্যে ঢাকায় নিয়ে আসেন। পরীক্ষার পর আমরা দেখলাম ওগুলো গণ্ডারের অস্থি, খুব সম্ভব ছোটো প্রজাতির। কতো প্রাচীন তা বলা কষ্টকর তবে শতাধিক বছর পুরনো বলে আমাদের বিশ্বাস।

সিলেট অঞ্চলে গণ্ডার ছিলো কিনা রেকর্ডে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও পরিবেশ দৃষ্টে গণ্ডার ছিলো বলেই মনে হয়। তবে ঠিক কোনটা ছিলো, বলা মুশকিল।

আমাদের এশিয় দুটি বিশিষ্ট গণ্ডার আফ্রিকার গণ্ডারের মতো নয়। আফ্রিকার গণ্ডারের দুটো শিংই বেশ বড়ো বড়ো। অন্যদিকে, এশীয় দু'শিং বিশিষ্ট গণ্ডারের নাকের উপরস্থিত শিং কিছুটা বড়ো হলেও পেছনের শিং, অর্থাৎ দু'চোখের মধ্যস্থলে অবস্থিত শিংটি খুবই ছোটো। তবুও দুটো শিং আছে বলে এটা আমাদের অন্য দুটো গণ্ডারের চাইতে আলাদা। তা ছাড়া, তুলনামূলকভাবে এর গায়ে লোমও বেশী থাকে।

দু'শিং বিশিষ্ট গণ্ডার যে বাংলাদেশে ছিলো তার স্বপক্ষে দু'একটা হলেও প্রমাণ পাওয়া গেছে। ১৮৭৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কুমিল্লা থেকে ২০ মাইল দক্ষিণে কোনো এক জায়গায় এ জাতের একটি গণ্ডারকে গুলি করে মারা হয়েছিলো বলে রেকর্ডে আছে। খুব সম্ভব এ গণ্ডারটি কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো।

গণ্ডারের স্বভাব-চরিত্র (Rhino's behaviour pattern)

গণ্ডারের কথা ভাবতে গেলে দারুণ কষ্ট হয়। গণ্ডার মানুষকে তাড়া করছে, অথবা প্রচণ্ডভাবে কারো গাড়ি আক্রমণ করছে—ছায়াছবিতে অনেক সময় এধরণের দৃশ্য দেখানো হয়। এ সব হুবহু সাজানো অভিনয় এবং আত্মরক্ষার প্রতিক্রিয়া। আসলে গণ্ডার একটি অত্যন্ত নিরীহ এবং তৃণভোজী প্রাণী। সাধারণতঃ একা ... [illegible] ...ভাব এক জোড়ে ঘুরে বেড়ায়। সকালে ও বিকালে ... [illegible] ... কাদায় গড়াগড়ি দিয়ে ... [illegible] ... বা বিল এলাকায় বসে ... করে। প্রাকৃতিক নিয়মেই এদের সংখ্যা কম থাকে। বড়ো গণ্ডার, ছোটো গণ্ডার ও দু'শিং বিশিষ্ট গণ্ডারের বেলায় যথাক্রমে ১৯ মাস, ১৭ মাস ও ৮ মাস গর্ভধারণের পর একটি করে বাচচার জন্ম হয়। বাচ্চা প্রায় দু'বছর ধরে মায়ের সাথে সাথে থাকে।

এক শিং বিশিষ্ট ক্ষুদ্র এশিয় গণ্ডার (Single horned s...

আফ্রিকার গণ্ডার
(African Rhino)

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে হাওর; বাওর ... ইত্যাদি অনাবাদি জায়গা ধীরে ধীরে চাষাবাদের আওতায় এ... যায়। প্রধানতঃ এ কারণেই আফ্রিকা ও এশিয়ার গণ্ডার এ... প্রায় বিলুপ্তির পথে। তার ওপর আছে শিকার। অনেক মানু... ধারণা, গণ্ডারের তেল, রক্ত এবং বিশেষ করে এর শিং-এর অভ... ঔষধি শক্তি আছে। শিং-এর ব্যবহারে যৌনতা বৃদ্ধি ও দীর্ঘস্থা... হয় বলে অনেকের অন্ধ বিশ্বাস। ফলে একটি শিং হাজ... হাজার ডলারে বিক্রি হয়। কয়েক দশক আগে মালয়েশিয়ায় ... ভদ্রলোক একটি শিং-এর সংগে তাঁর সদ্য কেনা ক্যাডিলাক গা... বিনিময় করতে চেয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন ওই ... বিক্রি করে তিনি অমন ২/৩ খানা গাড়ি কিনতে পারবেন। গণ্ড... সম্বন্ধে এসব অলৌকিক এবং অতিরঞ্জিত ধারণার আমদানী ... প্রধানতঃ চীন দেশ থেকে। বলা হয়ে থাকে চীনারা গন্ডারের ও... নের অর্ধেক পরিমাণ সোনার বিনিময়ে গণ্ডার কেনাকাটা করতে...

D: বাংলার শেষ জীবিত গণ্ডার : (Last live Rhino of Beng...

১৮৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে চট্টগ্রামের দক্ষিণে কোনে... এক জায়গায় (সঠিক জায়গার নাম পাওয়া যায়নি) একটি দু'শি... বিশিষ্ট জীবন্ত গণ্ডার ধরা পড়ে। সেখান থেকে ওটাকে চট্টগ্রা... নিয়ে আসা হয়। পরে ১৮৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এ গণ্ডার... টিকে লণ্ডন চিড়িয়াখানায় জমা দেয়া হয়। ১৮৬৮ সালের ফেব্রু... য়ারি মাসে কলকাতার একটি পত্রিকায় এ গণ্ডার ধরা পড়া... কাহিনী নিয়ে একটা বিবরণী প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে লণ্ড... পৌঁছার পর পরই মিঃ কিউলম্যান নামক এক ভদ্রলোক গণ্ডার... টির একটা চমৎকার ছাব আঁকেন। গন্ডারটি ছিলো স্ত্রী জাতীয়... ঘটনা স্থল থেকে চট্টগ্রাম এবং পরে লণ্ডন নিয়ে যাবার প... আদর (?) করে তার নাম রাখা হয়েছিলো 'বেগম।' কোম... ধরা পড়ার এবং পরে বন্দিনী অবস্থায় লণ্ডন নির্বাসনের বেদন... ময় করুণ কাহিনীর কিছুটা অংশ এখানে তুলে ধরলাম।

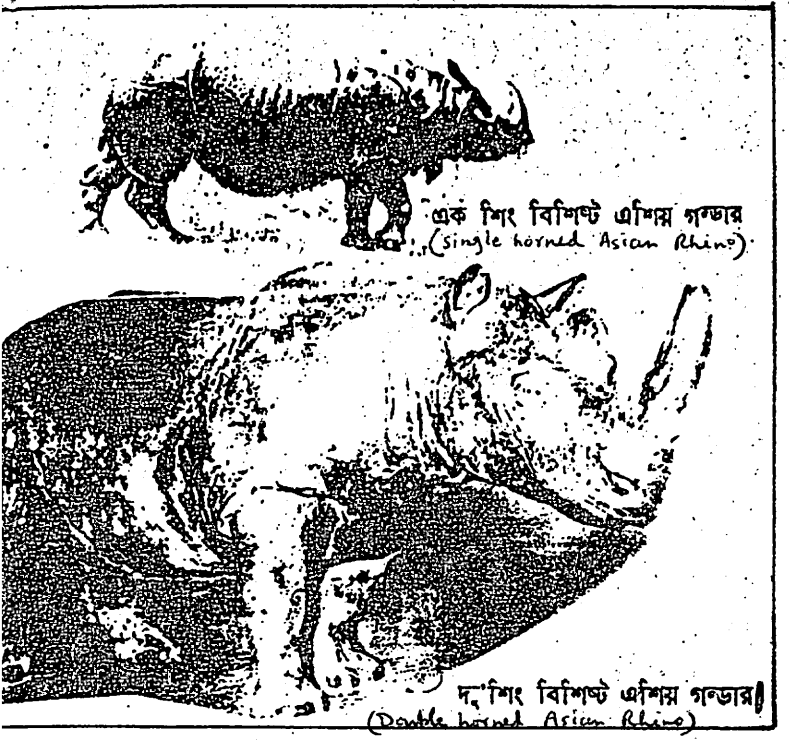

এক শিং বিশিষ্ট এশিয় গন্ডার (Single horned Asian Rhino)

দু'শিং বিশিষ্ট এশিয় গন্ডার (Double horned Asian Rhino)

সংগে বেগমের দুর্লভ ছবিটিও প্রকাশ করলাম।

'ছোট্ট এবং শান্ত চট্টগ্রাম শহরটি সম্প্রতি একটি গণ্ডারের উপস্থিতিতে হঠাৎ করে কোলাহল মুখর হয়ে ওঠে। আনুমানিক এক মাস আগে স্থানীয় কিছু 'নেটিভ' [বলা বাহুল্য সে সময় রাজন্যবর্গ শাসিতদের 'নেটিভ' বলে সম্বোধন করতো, এবং শব্দটি তুচ্ছার্থেই ব্যবহৃত হতো] চট্টগ্রামে এসে খবর দেয় যে তারা চোরাবালিতে আটকে পড়া একটা গণ্ডার দেখতে পায়, এবং আরো বলে যে চোরাবালি থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করতে গিয়ে সেটা সম্পূর্ণভাবে দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তারা ওটার গলায় দুটো দড়ি লাগিয়ে এবং প্রায় দুশো লোক আপ্রাণ টানা হেঁচড়া করে শেষ পর্যন্ত ওটাকে বের করে আনে এবং দড়ি দিয়ে একটা গাছের সংগে বেঁধে রাখে। কিন্তু পরদিন সকালে গণ্ডারটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে, এমন কি দড়ি ছিঁড়ে পালাবার জন্যে লাফালাফি শুরু করে দেয়। এতে ভীত হয়ে নেটিভরা আত্মরক্ষার জন্যে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন জানায়। খবর পেয়ে সংগে সংগে ক্যাপ্টেন হুড এবং মিঃ উইকস ৮টি হাতী নিয়ে সেই দুর্লভ 'প্রাইজটি' হস্তগত করার জন্যে ঘটনা স্থলের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। প্রায় ১৬ ঘন্টা অবিরাম চলার পর তাঁরা গন্তব্য স্থলে উপস্থিত হন এবং গণ্ডারটিকে দেখতে পান ....।'

গণ্ডারকে দেখা মাত্র হাতীগুলো ভড়কে যায় এবং বিশৃংখলাভাবে পালিয়ে যেতে থাকে। অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করার পর তাদের শান্ত করা সম্ভব হয়। গাছের সংগে বাঁধা অবস্থায় বহুক্ষণ টানা হেঁচড়ার পর গণ্ডারটির পেছনের একটি পায়ে দড়ি লাগিয়ে তা একটা হাতীর সংগে বাঁধা হয়। আর সে সময়ই হাতীগুলো আবার বেসামাল হয়ে পালাবার চেষ্টা করে। সৌভাগ্যবশতঃ সে সময় গণ্ডারের পায়ের বাঁধন ফসকে খুলে যায়,- তা না হলে টানের চোটে ওর পা হয়তো দেহ থেকে বিচ্ছিন্নই হয়ে যেতো। যা হোক, অবশেষে গণ্ডারকে হাতীগুলোর মাঝখানে

রেখে শক্ত করে বাঁধা হয়, এবং চট্টগ্রামের উদ্দেশে যাত্রা ... পথে তাদের দুটো বড়ো বড়ো নদী অতিক্রম করতে হয়। ... নদী.........এবং পরে কর্ণফুলী নদী। এ যাত্রা বে... দিন ধরে চলতে থাকে। হাজার হাজার নেটিভ মিছিল ... টিকে অনুসরণ করতে থাকে। একবার যখন গণ্ডারটি এ... অতিক্রম করছিলো, তখন একটা বাঁশের সাঁকোর ওপর এ... লোক চড়ে যে সাঁকোটি চুরমার হয়ে খালের মধ্যে পড়ে... কোনো কোনো সময় মিছিলের দৈর্ঘ্য প্রায় এক মা... ছিলো। অবশেষে চট্টগ্রামে এনে 'বেগম'কে একটা শক্ত ... মধ্যে রাখা হয় এবং সব দড়াদড়ি খুলে ফেলা হয়। এ... করে তার স্নানের ব্যবস্থাও করা হয় এবং ছাউনি তৈরি ... দেয়া হয়। ইতিমধ্যে 'বেগম' যথেষ্ট শান্ত হয়ে যায় এম... থেকে কলাপাতা, চাপাতি, ইত্যাদি তুলে নিয়ে খেতে থা...

বন্দিনী বেগমের নির্বাসন : (Tragic story of Be... plight from Bengal ...)

লণ্ডন চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ অবশ্য একটু দেরীতে ... পায়, কিন্তু খবর পাওয়া মাত্রই ওটাকে চিড়িয়াখানায় নে... সংগ্রহকারীদের সংগে কথাবার্তা চালায়। দীর্ঘদিন চ... কিন্তু আলোচনা সফল হয় না। পরে ১৮৭১ সালের ... মাসে মিঃ উইলিয়াম জ্যামরাখ, নামক এক ভদ্রলোক চিড়ি... প্রতিনিধি হিসেবে কলকাতায় আসেন এবং শেষ পর্যন্ত ... কারীদের সংগে সার্থক কথাবার্তা চালান।

অবশেষে মিঃ জ্যামরাখ 'বেগম'কে নিয়ে জানুয়ারি ... সমুদ্র পাড়ি দেন। ১৮৭২ সালেই ওই গণ্ডারের মূল্য ... দেয়া হয়েছিলো পাঁচ হাজার পাউণ্ড !

আমার জানা মতে সম্ভবতঃ 'বেগম'ই ছিলো বাং... শেষ জীবিত গণ্ডার, যাকে অপরিণত বয়েসে কিছু স্ব... দিত অর্থগৃধ্নু মানুষের চক্রান্তে দেশ ছাড়া হতে হ... ছায়া ঢাকা পাখি ডাকা বাংলাদেশের অতি পরিচিত ... আবাসভূমি ছেড়ে শৃংখলিত, সর্বহারা, নিঃসংগ বন্দিন... যখন চির অচেনা অজানা সমুদ্রের পথে সাত সাগর তেরো ... পাড়ি দিতে বাধ্য হয়, তখন শেষবারের মতো পেছনে ... তার মনে কি 'ভাবনা' জেগেছিলো, এবং যারা তাকে চো... থেকে উদ্ধার করেছিলো তাদের সে কি আশির্বাদ করছিলো ... অভিশাপ দিচ্ছিলো, আমরা জানি না। তবে এটুকু জানি ... পড়া অসহায় গণ্ডারটিকে উদ্ধার করে ছেড়ে দিলে সে সহ... আপন ভুবনে মায়ের কোলে ফিরে যেতো। কিন্তু যে ... হন্যে হয়ে চট্টগ্রামে খবর নিয়ে ছুটে যায় তারা তাদের 'নি... জন্যে তা করেনি, বরং প্রভুকে তুষ্ট করে কিছু সস্তা বাহ... সামান্য কিছু দক্ষিণার জন্যেই তা করেছিলো—তাতে ... সন্দেহ নেই।

বেদনায় ভারাক্রান্ত হৃদয়ের দুয়ার খুলে গেলে ... মনের গভীরে জমে থাকা অনেক কথা হুড়মুড় করে এক... বেরিয়ে আসতে থাকে—যা অসংলগ্ন সংলাপের মতো ... মীরজাফরদের ষড়যন্ত্রের ফলে বন্দী হবার পর ১৭৫... বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার ভাগ্যে কি ... ছিলো, আমরা তা জানি। ১৮৫৭ সালে স্বদেশ থেকে ... শেষ মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের ভাগ্যে কি ঘটে... তাও আমরা জানি। কিন্তু ১৮৭২ সালে স্বদেশ থেকে এ... নির্বাসিতা বাংলার শেষ 'স্বাধীন' গণ্ডার বন্দিনী বেগমে... পরে কি ঘটেছিলো, অথবা কতদিন বেঁচে ছিলো, ... আমরা জানি না !

BRIEF TRANSLATIONS OF PROF. ZAKER HUSSAIN's Article on Rhinoceros

Ref: main article written in Bengali in Bichitra, Jan. '85

A: Of the three Asian species of Rhino, Rhinoceros unicornis ~~was~~ lived in Nepal, Sikkim, Terai, the foothills of the Himalayas and the adjoining plains. During the reign of Emperor Babar (Early 6th Century), this species was distributed ~~from~~ over Madras (India) to Peshawar (Pakistan). Besides, it existed on the west banks of the River Teesta and that provides reasons to speculate that the species ~~was~~ prevailed in some parts of the districts Rangpur and Dinajpur of the present Bangladesh.

Rhinoceros sondaicus existed over Bangladesh, Assam, Burma, Malaysia, Indonesia, Java & Borneo islands. There are enough points to think that this species once roamed in large numbers in the Sunderbans of Bangladesh. Dedermoceros sumatrensis was also present in Bangladesh.

B. It shows that except a very small area in Assam nowhere else in the whole of present India there survived all the three species (mentioned above) ~~existed~~ together which they did in Bangladesh. It is a situation of only 200 years before and sad! that there is probably none at present.

It is very difficult to say upto which time Rhino ~~h~~ existed (or still existing!!) in Bangladesh. But it is on record that a Rhino was killed near Comilla in February, 1876 and it was a double horned one. One source indicates that Rhinos existed in the Sunderbans till 1908. Only 3 years before some Rhino bones were identified in an excavation site at Kapasia near Dhaka. Probably this species was distributed around Dhaka & Mymensingh districts. Although there is no specific mention, but the neighbouring situation indicate that Rhinos were present in Sylhet areas too.

C: ×

D: A two horned rhino was caught somewhere in South Chittagong (the exact location was not known) in January 1868(*). This was reported in a newspaper in Calcutta in February 1868. The Rhino was taken to Chittagong Town by Captain Hood & Mr. Wiles shortly afterwards and then from Chittagong to London Zoo in 1872. (At this point Prof. Zaker Hussain has narrated a very tragic story of how the Rhino which was later called 'Begam' was caught & taken to Chittagong Town and then to Britain). Immediately after reaching London zoo, a beautiful diagram of Begam was published by one Mr. Cuwelman!.

(*) Please note the time; you mentioned November 1867 (well if it talks about the same one) !!